গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ শাখা
www.mohfw.gov.bd

স্মারক নং:স্বাপকম/প্রবা-১/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর-১/২০১৩-২১৩ তারিখঃ ২৯.০৪.২০১৪খ্রি:

বিষয় : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে-কে রূপান্তর সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া আইনের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য উক্ত খসড়া আইনটি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। খসড়া আইনের বিষয়ে **rashidabegum.bd@gmail.com**, **salmasiddiqua20@yahoo.com**, **saspi1@mohfw.gov.bd** ই-মেইলে মতামত প্রদান করার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : খসড়া আইনের কপি ১৬ (ষোল) পাতা

২৯/৪/২০১৪

(সালমা সিদ্দিকা মাহতাব)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৯৫৫৩
saspil@mohfw.gov.bd

সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মডেল-১
৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল

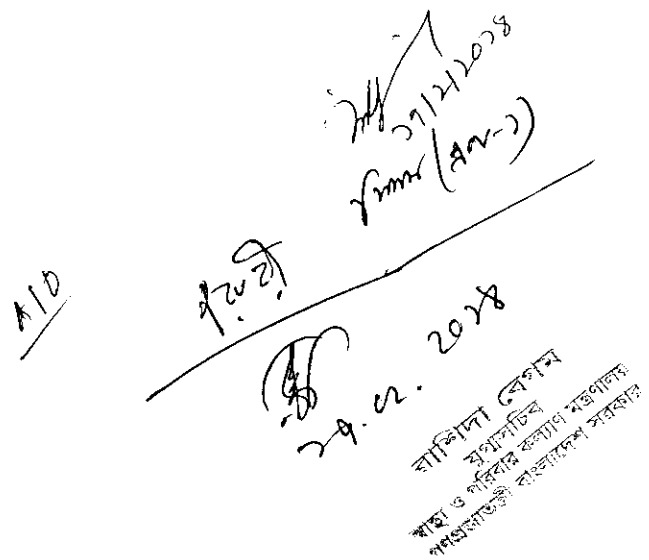

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
ফেব্রুয়ারী, ২০১৪

ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল

সূচি

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ
২. সংজ্ঞা
৩. বিদ্যমান 'ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো-সায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল'কে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল' নামে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করণ
৪. প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়
৫. ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৬. ইনস্টিটিউটের সাধারণ পরিচালনা
৭. পরিচালনা পর্ষদের গঠন
৮. সভাপতি
৯. সদস্যগণের মেয়াদ ও পদত্যাগ, ইত্যাদি
১০. ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী
১১. পরিচালনা পর্ষদের সভা
১২. ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
১৩. ইনস্টিটিউটের স্বাস্থ্য সেবা
১৪. রির্সাচ ও স্টাডি কার্যক্রম
১৫. সিনিয়র ফেলো ও লিগ্যাল এডভাইজার
১৬. পরিচালক, যুগ্ম-পরিচালক, ইত্যাদি
১৭. কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ
১৮. প্রফেশন্যাল ও ইনস্টিটিউশনাল প্রাকটিস
১৯. কাউন্সিল ও কমিটি
২০. ক্ষমতা প্রদান
২১. ইনস্টিটিউটের তহবিল
২২. ইনস্টিটিউটের বাজেট
২৩. হিসাব ও নিরীক্ষা
২৪. তথ্য ও প্রতিবেদন দাখিল
২৫. আদেশ ও দলিলাদির প্রামানিকতা
২৬. প্রকাশ্য দলিলাদি (public document)
২৭. পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, সদস্য, ইত্যাদি জনসেবক
২৮. কর অব্যাহতি
২৯. ইংরেজী অনূদিত পাঠ প্রকাশ
৩০. তথ্যাধিকার
৩১. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
৩২. বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
৩৩. প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
৩৪. প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল এর সম্পদ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরি, ইত্যাদির হেফাজত

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল

বিল নং.....২০১৪

বিদ্যমান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো-সায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটালকে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্নায়ুবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণা করা, ও স্নায়ুবিদ্যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিষেশায়িত প্রতিষ্ঠানরূপে উহাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে আনীত

বিল

যেহেতু স্নায়ুবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণা, এবং তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো-সায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল প্রতিষ্ঠা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজনীয় ও সমীচীন

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো-সায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে,-

(ক) ''অধিভুক্ত'' অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) অথবা স্বীকৃত কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত;

(খ) ''পরিচালনা পর্ষদ'' অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পর্ষদ;

(গ) ''চেয়ারপার্সন'' অর্থ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি;

(ঘ) ''কনসালটেন্ট'' অর্থে সিনিয়র বা জুনিয়র কনসালটেন্টও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) ''তহবিল'' অর্থ ধারা ২১ এ উলিখিত ইনস্টিটিউটের তহবিল;

(চ) ''কর্মকর্তা'' অর্থে অধ্যাপক, পরিচালক, রেজিস্ট্রার, কনসালটেন্ট, ফিজিসিয়ান, এবং যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগকৃত যে কোন পদ ও গ্রেড অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) ''হাসপাতাল'' অর্থ ইনস্টিটিউটের সহিত সংযুক্ত হাসপাতাল;

(জ) ''ইনস্টিটিউট'' অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো-সায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল;

(ঝ) ''সদস্য'' অর্থ পরিচালনা পর্ষদের কোন সদস্য;

(ঞ) ''কর্মচারী'' অর্থ কর্মকর্তা পদমর্যাদার ও গ্রেডের নিম্নের কোন কর্মচারী;

(ট) ''পরিচালক'' অর্থে যুগ্ম-পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঠ) ''ফিজিসিয়ান'' অর্থে চিকিৎসক বুঝাইবে;

(ড) ''রেজিস্ট্রার'' অর্থে সহকারী রেজিস্ট্রারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঢ) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ন) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ত) ''অধ্যাপক'' অর্থে সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(থ) "সরকার" অর্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বুঝাইবে;

(দ) "সিনিয়র ফেলো" অর্থে জৈষ্ঠ্য সহকর্মী বুঝাইবে।

৩। **বিদ্যমান 'ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো-সায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল' নামে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করণ**- (১) এই আইন প্রবর্তনের সংঙ্গে সংঙ্গে, বিদ্যমান 'ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো-সায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল' একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহর থাকিবে এবং, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং উক্ত নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরূদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) ইনস্টিটিউট একটি অলাভজনক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হইবে এবং স্নায়ুবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণা, ও স্নায়ুবিদ্যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইহা একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগনিত হইবে।

(৪) নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গায়ের রং , গোত্র, শ্রেণি ও রাজনৈতিক বিশ্বাস ভেদে সকলের জন্য ইনস্টিটিউট উন্মুক্ত থাকিবে।

৪। **ইনস্টিটিউটের প্রধান ও শাখা কার্যালয়**।- (১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় হইবে ঢাকা।

(২) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক স্থিরকৃত যে কোন স্থানে ইনস্টিটিউট উহার শাখা কার্যালয় বা হাসপাতাল স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**।- (১) নিউরোলজি ও নিউরোসার্জারী রোগীদের জীবনমান উন্নয়ন করাই হইল ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য।

(২) ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরুপ, যথা:-

(ক) গবেষণা (research)ও অধ্যবসায় (study) করা;

(খ) স্নায়ুবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষার প্রসার ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) নিউরোলজি ও নিউরোসার্জারী রোগীদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

৬। **ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন**। (১) ইনস্টিটিউট পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা পর্ষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে, পরিচালনা পর্ষদ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে সরকার কর্তক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে।

৭। **পরিচালনা পর্ষদ গঠন**।- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত সদস্যসমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করিবে, যথা:-

(ক) স্নায়ুবিদ্যা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রখ্যাত সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন অধ্যাপক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) প্রো-ভিসি (একাডেমিক), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়;

(চ) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(ছ) ইনস্টিটিউটের পরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য-সচিবও হইবেন

(জ) হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক;

(ঝ) হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক;

(ঞ) হাসপাতালের প্রিক্লিনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগের জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক; ও

(ট) ইনস্টিটিউটের যুগ্ম-পরিচালক, পদাধিকারবলে।

(২) পরিচালনা পর্ষদ উহার সদস্য হিসাবে নিম্ন-বর্ণিত ব্যক্তিগণকে কো-অপ্ট করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) নিউরোলজি চিকিৎসাপেশায় অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক; এবং

(গ) নিউরোসার্জারি চিকিৎসাপেশায় অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক।

(৩) সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পর্ষদ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হইবে,

এবং ইনস্টিটিউট যে সকল কার্য সম্পাদন, দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে পরিচালনা পর্ষদও সেই সকল কার্য সম্পাদন, দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) পরিচালনা পর্ষদ, সময় সময়, যেরূপ নির্ধারণ করিবে উহার সদস্যগণ সেইরূপ সম্মানি প্রাপ্য হইবেন।

৮। **সভাপতি**।- (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সরকার, সময় সময়, যেরূপ স্থির করিবে, সেইরূপ মেয়াদে ও শর্তে সভাপতি তাহার পদে বহাল থাকিবেন এবং তিনি পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্যও হইবেন।

(২) সভাপতি এই আইন ও তদোধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবেন।

(৩) পরিচালনা পর্ষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকার সভাপতিকে তাহার পদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে অপসারণ করিতে পারিবে।

৯। **সদস্যপদের মেয়াদ, পদত্যাগ ইত্যাদি**।- (১) পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য সদস্য তাহার নিয়োগ বা মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য পদে বহাল থাকিবেন, এবং তাহার পদের মেয়ার সমাপ্ত হইবার পর পুন:নিয়োজিত বা মনোনীত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন সদস্য সভাপতি বরাবর লিখিত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং সভাপতি কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত বা অনুমোদিত হইবার অব্যবহিত পরে তাহার পদত্যাগ কার্যকর হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তির সদস্যপদের সমাপ্তি হইবে, যদি তিনি-

(ক) মৃত্যুবরণ করেন; বা

(খ) পদাধিকারবলে ব্যতীত সদস্য হইয়া-

(অ) উপ-ধারা (২) এর অধীন পদত্যাগ করেন; বা

(আ) উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার পদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়; বা

(ই) সভাপতির অনুমতি ব্যতীত পরিচালনা পর্ষদের কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; বা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন; বা

(ঘ) দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঙ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডে বা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের বা, ক্ষেত্রমত, অর্থদণ্ড আদায়ের পর ২ (দুই) বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে।

১০। **ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) অধিভুক্ত স্নাতকোত্তর কোর্স আয়োজন ও পরিচালনা করা;

(খ) নিউরো-সায়েন্সের বিভিন্ন শাখায় অধ্যাবসায় ও গবেষণা করা;

(গ) স্নায়ুরোগীদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা;

(ঘ) স্নায়ুরোগীদের বিশেষায়িত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা;

(ঙ) নিউরোসার্জারি ও নিউরোলজির উপর অধিভুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন ও পরিচালনা করা;

(চ) জন-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিউরো-সাইন্স বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসপ আয়োজন এবং এতৎসম্পর্কে জার্নাল, ইত্যাদির প্রকাশ করা;

(ছ) নিউরো-সাইন্স বিষয়ে নার্সিং সার্ভিসের উন্নয়ন করা;

(জ) জরুরি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(ঝ) ডায়াগনস্টিক ও থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা;

(ঞ) গবেষণা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, একাডেমিক ও ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা;

(ট) কোন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্নায়ুরোগের কোন প্রদূর্ভাবের ক্ষেত্রে উহার কারন অনুসন্ধান করা ও জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

এক বা একাধিক সংযুক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঠ) ধারা ৫ এ উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউটের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করা;

(ড) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিনিময়ে ফি নির্ধারণ ও আদায় করা; এবং

(ঢ) ইনিস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

১১। পরিচালনা পর্ষদের সভা।- (১) পরিচালনা পর্ষদ প্রত্যেক তিন মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদের সভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সভা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) অনূন্য ৫০% সদস্যের উপস্থিতিতে পরিচালনা পর্ষদের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পরিচালনা পর্ষদের সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সদসগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্বান্তে উপণীত হইবার জন্য কয়েক দফা প্রয়াস গ্রহণ করিবেন, অতঃপর ব্যর্থ হইলে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) সভাপতি পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিচালনা পর্ষদ গঠনে কোন ত্রুটির কারণে পরিচালনা পর্ষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।- (১) নিউরো-সায়েন্সের উপর বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবী সৃষ্টির জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট উহার ধারণ ক্ষমতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদ সময় সময় যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ সংখ্যক অধিভুক্ত স্নাতকোত্তর শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউট- (ক) অধিভুক্ত স্নাতকোত্তর কোর্সে শিক্ষা প্রদান এবং (খ) অধিভুক্ত স্নাতকোত্তর মডিউলে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করিতে পারিবে ।

(৩) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অর্থে সিনিয়র ফেলো, অধ্যাপক, ও অন্যান্য প্রভাষক বা প্রশিক্ষকগণ কর্তৃক পরিচালিত লেকচার এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানে ল্যাবরেটরি বা সংযুক্ত হাসপাতাল বা ওয়ার্কসপের কাজ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৮০, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল অধ্যাদেশ, ১৮৮৩ এবং মেডিকেল ডিগ্রি এ্যাক্ট, ১৯১৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্সের ভিত্তিতে মঞ্জুরকৃত মেডিকেল ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, নার্সিং ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট মেডিকেল কোয়ালিফিকেশন (medical qualifications) হিসাবে গণ্য হইবে।

১৩। ইনস্টিটিউটের চিকিৎসা সুবিধা।- (১) স্নায়ুরোগীকে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য, পরিচালনা পর্ষদ সময় সময় যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ সংখ্যক উহার বিভাগ, ইউনিট ও ল্যাব সমন্বয়ে এক বা একাধিক নিউরো হাসপাতাল ইনস্টিটিউটের থাকিতে পারিবে।

(২) বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে ইনডোর ও আউটডোর মেডিকেল, ক্লিনিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল, ডায়াগনস্টিক, নার্সিং সেবা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) সিনিয়র ফেলো, অধ্যাপক, রেজিস্ট্রার, ফিজিসিয়ান এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত অন্যান্য প্রফেশনাল, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, টেকনিসিয়ান ও কর্মচারী কর্তৃক হাসপাতালে বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও পরিচালনা করা যাইবে।

(৪) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত উপায়ে- হাসপাতাল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, হাসপাতালে বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৫) সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারি বিধি মোতাবেক এই হাসপাতাল হইতে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ কারতে পারিবেন।

১৪। ইনস্টিটিউটের অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম ।- (১) নিউরো সায়েন্সের বিভিন্ন

শাখায় জ্ঞান অর্জন, সংগ্রহ ও সুসংহত করার জন্য, পরিচালনা পর্ষদ, সময় সময় যেরূপ অনুমোদন করে সেইরূপ অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং সেইরূপ সংখ্যক সিনিয়র ফেলো, অধ্যাপক ও গবেষক নিয়োজিত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অধ্যয়ন ও গবেষণার মডালিটি ও মেথোডোলজি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। সিনিয়র ফেলো ও আইন পরামর্শক।- (১) পরিচালনা পর্ষদ, ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা কর্মচারীর অতিরিক্ত যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক সিনিয়র ফেলো (নিউরো-সাইন্সে প্রথিতযশা ব্যক্তিদের মধ্য হইতে) এবং সেইরূপ সংখ্যক আইন পরামর্শক (লেজিসলেটিভ ও বিচারিককার্যে কমপক্ষে ২০ বৎসরের অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী/অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ব্যক্তিদের মধ্য হইতে), নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক সিনিয়র ফেলো ও আইন পরামর্শক পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তির(কন্ট্রাক্টের) মাধ্যমে উক্ত চুক্তির শর্তানুসারে চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) সিনিয়র ফেলো ও আইন পরামর্শকের দায়িত্ব হইবে ইনস্টিটিউটকে পরামর্শ প্রদান ও সহায়তা করা এবং পরিচালনা পর্ষদ যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সেইরূপ অন্যান্য পেশাগত দায়িত্ব পালন করা।

১৬। পরিচালকগণ।- (১) ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক বিষয়াদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ইনস্টিটিউটের একজন পরিচালক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক যুগ্ম-পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক থাকিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পরিচালক নিযুক্ত করিবেন এবং তিনি ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রয়োজনে পরিচালকগণ কর্তৃক সম্পাদিত সকল বা যে কোন কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থার জন্য তাহারা পরিচালনা পর্ষদের নিকট যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৪) প্রশাসনিক বিষয়াদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ইনস্টিটিউটের শৃংঙ্খলা রক্ষার্থে, পরিচালকগণের তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু উক্তরূপ ব্যবস্থা পরবর্তীতে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বহাল থাকিবে।

(৫) পরিচালকগণ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত অথবা, ক্ষেত্রমত, এই আইনের বিধান বা তদোধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সকল কার্য সম্পাদন বা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৬) পরিচালকগণের কোন পদ শূন্য হইলে কিংবা তাহাদের অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তাহারা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, পরিচালনা পর্ষদ পরিচালকগণের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তদবিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৭। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।- (১) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী স্বচ্ছন্দে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং উহার ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধার্থে পরিচালনা পর্ষদ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্ত,

এবং পদমর্যাদা ও গ্রেড অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অনুমোদন প্রদান করিবে।

(২) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বেতন, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইবেন, এবং ছুটি, পেনশন, যৌথ বীমা, ভবিষ্য বা বেনেভোলেন্ট তহবিল, গ্রাচুয়িটি, এবং চাকরির অনুরূপ অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) সিনিয়র ফেলো, শিক্ষক, কর্মকর্তা, ডাক্তার ও কর্মচারীগণের দায়-দায়িত্ব, সাধারণ ক্ষেত্রে, প্রবিধান দ্বারা, এবং বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে, পরিচালক কর্তৃক জারিকৃত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) পরিচালক ও শৃংখলা কমিটি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিষয়ে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, ডাক্তার ও কর্মচারীর চাকরি শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকি করিবে এবং সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, ডাক্তার ও কর্মচারী তাহাদের দাপ্তরিক দায়-দায়িত্ব, আন্তরিকতা ও সময়ানুবর্তীতার জন্য পরিচালকের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৫) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন তাহাদের নামের তালিকা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হইবে।

১৮। ইনস্টিটিউশনাল ও প্রফেশন্যাল প্র্যাকটিস।- (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন, চুক্তি বা এগ্রিমেন্টে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনস্টিটিউট বা হাসপাতালের কোন আবাসিক ফিজিসিয়ান বা সার্জন, বা রেজিস্ট্রার বা সহকারী রেজিস্ট্রার ব্যক্তিগত আয়ের জন্য ইনস্টিটিউট বা হাসপাতালের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন প্রফেশন্যাল প্র্যাকটিস করিতে পারিবে না, যদি এইরূপ প্র্যাকটিস না করিবার কারণে তাহাদেরকে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে নন-প্র্যাকটিস ভাতা প্রদান করা হয়।

(২) হাসপাতালের আবাসিক ফিজিশিয়ান বা সার্জন, বা রেজিস্ট্রার বা সহকারী রেজিস্ট্রার যদি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিয়া ইনস্টিটিউট বা হাসপাতালের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ব্যক্তিগত আয়ের জন্য প্রফেশন্যাল প্র্যাটিস করেন, তাহা হইলে তাহাকে পরিচালনা পর্ষদ বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউটের চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা যাইবে।

(৩) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা চুক্তি বা এগ্রিমেন্টে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিচালনা পর্ষদ ইনস্টিটিউট বা নিউরো-পেশেন্টের স্বার্থে ইনস্টিটিউট বা হাসপাতালের আঙিনার মধ্যে ইনস্টিটিউশনাল প্রফেশন্যাল প্র্যাটিসের ব্যবস্থা ও পরিচালনা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ প্র্যাকটিসে কেবল ইনস্টিটিউটের সেই সকল অধ্যাপক, কনসালটেন্ট বা সিনিয়র ফেলোকে নিয়োজিত করা যাইবে যাহারা পরিচালনা পরিষদ সময় সময় যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সেইরূপ ব্যবস্থাপনায় বা শর্তে এইরূপ নিয়োজিত হইতে সম্মত হইবেন।

১৯। কাউন্সিল বা কমিটি।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিচালক, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, পরিচালনা পরিষদের অনুমোদক্রমে, আদেশ দ্বারা, সেইরূপ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত কাউন্সিল বা কমিটি গঠন করিতে পারিবেন,

যথা:-

(ক) একটি একাডেমিক কাউন্সিল;
(খ) একটি রির্সাচ কাউন্সিল;
(গ) একটি অর্থবিষয়ক কমিটি;
(ঘ) একটি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি;
(ঙ) একটি শৃংখলা কমিটি;
(চ) একটি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি; এবং
(ছ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাউন্সিল বা কমিটি।

(২) উক্তরূপ কাউন্সিল ও কমিটির কার্যধারা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, সভা আহ্বানের পদ্ধতি, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। **ক্ষমতা অর্পণ**।- (১) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী স্বচ্ছন্দে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার যে কোন ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়িত্ব আদেশে উল্লিখিত শর্তে, যদি থাকে, সভাপতি বা উহার কোন সদস্য বা পরিচালক বা ইনস্টিটিউটের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা সভাপতি বা উহার কোন সদস্য বা পরিচালক বা ইনস্টিটিউটের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কাহারো উপর অর্পণ করা যাইবে না।

২১। **ইনস্টিটিউটের তহবিল**।- (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অর্থ;
(খ) সেবার বিনিময়ে ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত ফি (টিউশন ফিসহ) ও অন্যান্য চার্জ;
(গ) অনুদান, উপহার, দান, বেনিফ্যাকশন, উইল বা হস্তান্তরের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ; এবং
(ঘ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক অন্য যে কোন উৎস হইতে গৃহীত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ পরিচালনা পর্ষদ যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সেইরূপ ব্যাংকে ও পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউটের নামে জমা রাখিতে বা বিনিয়োগ করিতে হইবে।

(৩) তহবিলের অর্থ দ্বারা ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যয়সহ উহার অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ পরিচালক ও যুগ্ম-পরিচালক'এর যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাইবে এবং উহার জন্য তাহারা যৌথ বা পৃথকভাবে পরিচালনা পর্ষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

২২। **বাজেট**।- **প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই,** ইনস্টিটিউট সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফরমে ও সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত

বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সম্ভাব্য যে পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে এবং উহার একটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

২৩। নিরীক্ষা ও হিসাব ।- (১) ইনস্টিটিউট বিধি দ্বারা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর এই ধারায় মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক কর্তৃক কৃত নিরীক্ষা ছাড়াও, পরিচালনা পর্ষদ Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973) এর অধীন নিবন্ধিত যে কোন চাটার্ট একাউন্ট ফার্ম দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিয়া নিতে পারিবেন ।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চাটার্ট একাউন্টেটস ফার্ম ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, বহি, দলিল, নগদ অর্থ, জামানত, ক্যাশ এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং ইনস্টিটিউটের সভাপতি বা যেকোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চাটার্ট একাউন্টেটস ফার্ম হিসাব নিরীক্ষার পর, যতদ্রুত সম্ভব, নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করিয়া পরিচালনা পর্ষদের নিকট পেশ করিবেন এবং পরিচালনা পর্ষদ উহার মন্তব্যসহ উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উলিখিত যে কোন ত্রূটি বা অনিয়ম, সরকার কর্তৃক নিদিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে, প্রতিকারের জন্য সরকার ইনস্টিটিউটকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি উপস্থাপন।- (১) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইনস্টিটিউট উক্ত বৎসরে উহার কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে উহার নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন, রিটার্ন, বিবরণী, হিসাব, পরিসংখ্যান বা অন্য কোন তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কিছু তলব করা হইলে, ইনস্টিটিউট উহা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৫। ইনস্টিটিউটের আদেশ ও দলিলাদির প্রত্যায়ন।- ইনস্টিটিউটের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্ত পরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হইবে এবং অন্যান্য সকল দলিল পরিচালক বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যায়িত হইবে।

২৬। প্রকাশ্য দলিলাদি (public document).- এই আইনের অধীন ইনস্টিটিউটের প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড ও রেজিষ্টার Evidence Act, 1872 (Act. No. I of 1872) তে যে অর্থে প্রকাশ্য দলিল (public document) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে, প্রকাশ্য দলিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভিন্নতর প্রমাণিত না হইলে, উহাকে শুদ্ধ (genuine) রেকর্ড ও রেজিষ্টার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

২৭। **পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, সদস্য, ইত্যাদি জনসেবক।**- পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও উহার অন্যান্য সদস্য, এবং ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ এবং ইনস্টিটিউটের পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ Penal Code, 1860 (Act. No.XLV of 1860) এর Section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (public servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে, জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৮। **কর অব্যাহতি।**- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, ইনস্টিটিউটের নিম্নবর্ণিত আয়, মুনাফা, অর্জন বা প্রাপ্তির উপর প্রদেয় যে কোন কর, যে নামেই অভিহিত হউক, হইতে অব্যহতি প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) সেবার বিনিময়ে অর্জিত আয়, মুনাফা বা প্রাপ্তি;

(খ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোন বিদেশী সরকার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত কোন মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট বা দ্রব্য।

২৯। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩০। **তথ্যাধিকার।**- এই আইনের অধীন পরিচালনা পর্ষদ, বা কোন কাউন্সিল বা কমিটি, বা কোন কর্মকর্তা কর্তৃক কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা প্রয়োগিত কোন ক্ষমতা বা পালিত কোন দায়িত্ব সম্পর্কিত যে কোন তথ্য পাওয়ার অধিকার, তথ্যাধিকার আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২০ নং আইন) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে এবং উহাতে সংজ্ঞায়িত অর্থে, সকল ব্যক্তির থাকিবে।

৩১। **তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার।**- এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, উহাতে বর্ণিত পদ্ধতির অতিরিক্ত হিসাবে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত আইনে সংজ্ঞায়িত অর্থে, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা যাইবে।

৩২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া উক্ত বিধিমালায় নিম্ন বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:-

৩৩। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিচালনা পর্ষদ, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া উক্ত প্রবিধিমালায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) পরিচালনা পর্ষদ এবং উহার সভার কার্যপদ্ধতি;

(খ) কাউন্সিল বা কমিটি, বিভাগ, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, উহাতে নিয়োগকৃত পদের শর্ত ও শূন্য পদ পূরণের পদ্ধতি, সদস্যগণকে প্রদেয় ভাতা এবং উহাদের কার্য পরিচালনা, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের পদ্ধতি;

(গ) ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদমর্যাদা ও গ্রেড এবং চাকুরির অন্যান্য শর্ত;

(ঘ) স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পর্কিত;

(ঙ) পরীক্ষা অনুষ্ঠান, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও অন্যান্য একাডেমিক সম্মাননা ও উপাধি মঞ্জুর;

(চ) ইনস্টিটিউটের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;

(ছ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক দাবিকৃত ও গৃহিত ফি ও অন্যান্য চার্জ;

(জ) সিনিয়র ফেলো সম্পর্কিত;

(ঝ) তহবিল পরিচালনা সম্পর্কিত;

(ঞ) প্রফেশন্যাল ও ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস সম্পর্কিত;

(ট) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পর্কিত;

(ঠ) হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা;

(ড) গবেষণা ও স্ট্যাডি সম্পর্কিত;

(ঢ) ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, কর্মকর্তা, চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মচারীর স্বার্থে সৃষ্ট পেনশন ও ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত পদ্ধতি ও শর্ত;

(ন) চাকুরিতে আত্মীকরণ বিষয়ক জটিলতা নিরসনের পদ্ধতি; এবং

(ত) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিষয়।

৩৪। **ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো-সায়েন্সেস ও হসপিটাল রহিত করন ও সংরক্ষন ইত্যাদি**।- (১) এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা হইবার সংঙ্গে সংঙ্গে,-

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যমান 'ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো-সায়েন্সেস এ্যান্ড হসপিটাল', অতঃপর 'বিলুপ্ত সংস্থা' বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত সংস্থার সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, ও সুবিধা, বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ অর্থ ও অন্যান্য দাবী রূপান্তরিত ইনস্টিটিউটের অনুকূলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানান্তরিত ও অর্পিত হইবে; ও

(গ) বিলুপ্ত সংস্থার সকল দায়-দেনা ও দায়িত্ব যাহা উহা রূপান্তরিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ছিল প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটের দায়-দেনা ও দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যাহারা এইরূপ বিলুপ্তর অব্যবহিত পূর্বে সরাসরি বা আউটসোর্সিং'এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া কর্মরত রহিয়াছেন তাহারা তাৎক্ষণিকভাবে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বিলুপ্তর তারিখে যে মেয়াদ, পারিশ্রমিক ও শর্তে স্বীয়পদে কর্মরত ছিলেন, সেই একই মেয়াদ, পারিশ্রমিক ও শর্তে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে বহাল থাকিবেন।

(২) এইরূপ বিলুপ্তর অব্যবহিত পূর্বে সরকার কর্তৃক পদায়নকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে,-

(ক) যাহারা ইনস্টিটিউটের স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে আত্মীকৃত হইতে ইচ্ছুক, তাহারা এই আইনের ধারা ৭ এর অধীন পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবার তারিখ হইতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্দেশিত ফরমে ও তথ্যাদিসহ লিখিতভাবে ইনস্টিটিউটের পরিচালক বরাবর এতৎমর্মে তাহাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করিবেন; এবং

(খ) যাহারা ইনস্টিটিউটের স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে আত্মীকৃত হইতে ইচ্ছুক নহেন, তাহারা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বদলী হইতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২)(ক) এর অধীন আত্মীকৃত হওয়ার আবেদন প্রাপ্তির পর, পরিচালক উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ৯০ (নব্বই) দিন অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরে উক্ত আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি মূল্যায়ন করিয়া সিদ্ধান্তের জন্য পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ও সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে আত্মীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করিবেন; এবং আত্মীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হইবার পর পরিচালনা পর্ষদ ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আত্মীকরণ আবেদন আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হইয়াছে, তাহাদেরকে উপ-ধারা (২)(ক) এর অধীন আত্মীকৃত হওয়ার আবেদনের তারিখে বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিধারিত তারিখে ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট পদে যোগদানের আদেশ প্রদান করা হইবে এবং একবার তাহারা উক্ত পদে যোগদান করিলে, তাহাদেরকে ইনস্টিটিউটের স্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন ইনস্টিটিউটের কোন পদে যোগদানকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ যোগদানের তারিখে যে মেয়াদ, পারিশ্রমিক ও শর্তে বিলুপ্ত সংস্থার পদে বহাল ছিলেন, এবং পেনশন, ছুটি, গ্রাচুয়িটি, জ্যেষ্ঠতা, ভবিষ্য তহবিল ও অন্যান্য বিষয়ে যে অধিকার ও সুবিধাদি প্রাপ্য ছিলেন, ইনস্টিটিউটের চাকুরিতে সেই একই পারিশ্রমিক ও শর্তে বহাল থাকিবেন, এবং পেনশন, ছুটি, গ্রাচুয়িটি, জ্যেষ্ঠতা, ভবিষ্য তহবিল ও অন্যান্য বিষয়ে সেই একই অধিকার ও সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন, যতক্ষণ না চাকুরির উল্লিখিত শর্তাদি এবং অধিকার ও সুবিধাদি পরিবর্তন করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির চাকরির মেয়াদ, পারিশ্রমিক, পেনশন, ও অন্যান্য শর্ত ও সুবিধাদি তাহার হেফাজতকৃত অধিকারের কম সুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৫) আত্মীকরণ, জ্যেষ্ঠতা এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ের জটিলতা দূরীকরণার্থে পরিচালনা পর্ষদ, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে এবং উপ-ধারা (৪) এর বিধান

সাপেক্ষে, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান বা রেজুলেশন প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং এইরূপ কোন আদেশ বা রেজুলেশন এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধানের বিধানাবলীর অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

.....